বাংলাদেশ সোসাইটি অব মাইক্রোবায়োলজিস্ট
(স্থাপিত ১৯৭৯ সাল)

গঠনতন্ত্র
(সংশোধিত ও অনুমোদিত ৩১ মে ২০০৪)

বাংলাদেশ সোসাইটি অব মাইক্রোবায়োলজিস্ট

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ..... ফ্যাক্স .....
ই-মেইল ……..

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ সোসাইটি অব মাইক্রোবায়োলজিস্ট

(সংশোধিত ও অনুমোদিত ৩১ মে ২০০৪ তারিখ)

অনুচ্ছেদ ১। সমিতির নাম

এই সমিতি "বাংলাদেশ সোসাইটি অব মাইক্রোবায়োলজিস্ট (বিএসএম)" নামে অভিহিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ২। সমিতির কার্যালয়

এই সমিতির নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয়-এর অবস্থান হইবে অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশব্বিদ্যালয়,

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

অনুচ্ছেদ ৩। সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপঃ-

(ক) অণুজীব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সফলে সংশ্লিস্ট সকল ক্ষেত্রের ক্রমবিকাশে উন্নতি সাধন করা ।

(খ) অণুজীব বিজ্ঞান সংশ্লিস্ট গবেষণা এবং শিক্ষাদান বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, বিশেষ বক্তৃতামালা ও অন্যান্য উপায়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময় এবং আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(গ) বাংলাদেশের সকল অনুজীব বিজ্ঞানীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুরক্ষা ও উন্নয়ন এবং তরুণ অণুজীববিদগনকে কর্মমুখি পেশা ও ক্যারিয়ার-পরিকল্পনা গঠনে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(ঘ) সমিতির সদস্যদের গবেষণাকর্মসমূহ দ্রুত প্রচারের নিমিত্ত একটি গবেষণা জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) অণুজীব বিজ্ঞান বিষয়লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যাবহারে উদ্‌বুদ্ধ করা।

(চ) বাংলাদেশে অণুজীব বিজ্ঞান বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উহার গুরুত্ব জনসম্মুখে তুলে ধরা।

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পারিক স্বার্থ-সংশ্লিট বিষয়ে সহযোগিতা করা।

অনুচ্ছেদ ৪। সমিতির সদস্যপদ

সমিতিতে নিম্নরূপ চার শ্রেণির সদস্যপদ থাকিবে যথা-

(ক) সাধারন সদস্য (General Member)

অণুজীব বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী ব্যক্তি সমিতির সাধারন সদস্য

হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্য হইবেন। সমিতি কর্তৃক আয়োজিত যে কোন নির্বাচনে তাহার ভোটাধিকার

থাকিবে।

(খ) আজীবন সদস্য (Life Member)

পাঁচ বছর ব্যপী অব্যহতভাবে সমিতির কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োজিত সাধারন সদস্য প্রয়োজনীয় ফি

পরিশোধ সাপেক্ষে সমিতির আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন। সমিতি কর্তৃক আয়োজিত যে কোন

নির্বাচনে আজীবন সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে।

(গ) সন্মান-সূচক সদস্য (Honorary Member)

সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে কোন খ্যাতিমান বিজ্ঞানীকে সন্মান-সূচক সদস্য-পদ প্রদান

করা যাইবে। সমিতি কর্তৃক আয়োজিত কোন নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে পারিবেন না।

(ঘ) সহযোগী সদস্য (Associate Members)

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল এবং অণুজীব বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিকে সহযোগী

সদস্যপদ প্রদান করা যেতে পারে। তাহার ভোটাধিকার থাকিবে না। সহযোগী সদস্যগন সমিতি কর্তৃক

প্রকাশিত জার্নাল ও অন্যান্য সুবিধাদি ভোগ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৫। সদস্য অন্তর্ভুক্তি

সমিতির সদস্যগণ সাধারন সম্পাদক কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত একটি ফরমে আগ্রহী যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির নাম ও যোগ্যতাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী উল্লেখ করিয়া সদস্যভুক্তির জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন যাহা যথারীতি সমিতির কোন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে এবং উহা সমিতির সাধারন সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করিবেন। নতুন সদস্যের অন্তরভুক্তির বিষয়টি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ৬। কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ও উহার মেয়াদকাল

(ক) সমিতির বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত সদস্যগন দ্বারা কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হইবে।

(খ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি উহার মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ার তিন মাস পূর্বে একজন নির্বাচন
কমিশনার ও দুইজন পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(গ) নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল হইবে দুই বছর যাহা প্রথম বছরের ১লা জানুয়ারী হইতে
পরবর্তী বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য একই পদে পরপর দুই মেয়াদের বেশী নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না। সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত না হইলে সেক্ষেত্রে তাঁহারা পদহেতু পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য থাকিবেন। তাঁহারা সদ্য-বিদায়ী সভাপতি ও সদ্য-বিদায়ী সাধারন সম্পাদক নামে অভিহিত হইবেন।

অনুচ্ছেদ ৭। কার্যনির্বাহী কমিটি

কার্যনির্বাহী কমিটির পদসমূহ হইবে নিম্নরূপঃ-

(ক) সভাপতি	১টি
(খ) সহ-সভাপতি	২টি
(গ) সাধারন সম্পাদক	১টি
(ঘ) যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	২টি
(ঙ) কোষাধ্যক্ষ	১টি
(চ) সদস্য	১৪টি

কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির সকল কার্যাবলী পরিচালনা করিবে। কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান হইতে তিন-এর
অধিক প্রতনিধি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদে থাকিতে পারিবে না। কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারন সভার
সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে সমিতির সকল কার্যাদি সম্পাদন করিবে এবং সাধারন সভার অনুমোদন সাপেক্ষে
উহার দুইটি সভার মধ্যবর্তী সময়ের নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির জার্নাল সম্পাদনের নিমিত্ত একজন প্রধান সম্পাদক ও বিষয়-ভিক্তিক দশ জন
সম্পাদক নিয়োগ করিবে। প্রধান সম্পাদকসহ সম্পাদনা বোর্ডের মেয়াদকাল কার্যনির্বাহী কমিটির অনূরুপ
হইবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি জার্নালটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি উপদেষ্টা সম্পাদকমণ্ডলী বোর্ড গঠন করিবে।
উপদেষ্টা সম্পাদকমণ্ডলী বোর্ডের মেয়াদকাল কার্যনির্বাহী কমিটির অনূরুপ হইবে।

অনুচ্ছেদ ৮। কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলী

(ক) সভাপতি

সভাপতি সমিতির সাধারন সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবানের নির্দেশনা প্রদান করিবেন এবং উক্ত সভাসমূহে সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) সহ-সভাপতি

কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করিবে কে প্রথম সহ-সভাপতি এবং কে দ্বিতীয় সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রথম সহ-সভাপতি অথবা সভাপতি ও প্রথম সহ-সভাপতি উভয়ের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সহ-সভাপতি সভাপতির কার্যাবলী চালিয়ে যাইবেন। সভাপতি সমিতির কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুসাঙ্গিক কার্যক্রমের দায়িত্ব সহ-সভাপতিদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

(গ) সাধারন সম্পাদক

সাধারন সম্পাদক সমিতির সভাপতির নির্দেশনা অনুযায়ী সমিতির কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন এবং তাঁহার গৃহীত পদক্ষেপের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন। অন্য কোন বিশেষ নির্দেশনা না থাকিলে, তিনি সাধারনভাবে সমিতির সকল প্রয়োজনীয় কার্যাবলী, নোটিশ প্রদান, সভা আহবান, সভার আয়োজন ও সভার কার্যবিবরণী নথিভুক্তকরণে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঘ) যুগ্ম সাধারন সম্পাদক

প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ্ম সাধারন সম্পাদকদ্বয়ের দায়িত্ব হইবে সাধারন সম্পাদকের কার্যক্রমে যথাযথ সহায়তাসহ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা। সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে প্রথম যুগ্ম সাধারন সম্পাদক অথবা সাধারন সম্পাদক ও প্রথম যুগ্ম সাধারন সম্পাদক উভয়ের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সাধারন সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঙ) কোষাধ্যক্ষ

কোষাধ্যক্ষ সমিতি-তহবিলের হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ের সকল প্রামানিক নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষন করিবেন। কোষাধ্যক্ষ ও সাধারন সম্পাদক যৌথভাবে অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী অথবা সময়ে সময়ে নির্ধারিত বীধি-কাঠামো অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল বিল পরিশোধে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(চ) সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত বিবিধ কার্যাদি সম্পাদনে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৯। সভাসমূহ

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

সাধারন সম্পাদক সমিতির সভাপতির সহিত আলোচবপূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন এবং সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সমিতির

সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রথম সহ-সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি ও প্রথম সহ-সভাপতি উভয়ের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সহ-সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং উপরোল্লিখিত সকলের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন জ্যৈষ্ঠ সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সাধারন সম্পাদক, সভাপতির সহিত আলোচবপূর্বক এক দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহবান করিতে পারিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি বছর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সময়কালসহ ন্যূনতম চারটি সভা করিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় কোরামের ক্ষেত্রে কমপক্ষে সাত জন সদস্যের উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন হইবে।

(খ) সাধারন সভা

সমিতির বার্ষিক সাধারন সভা প্রতিবছর সাধারনত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং উক্ত সভার কোরামের ক্ষেত্রে কমপক্ষে বিশ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে। বার্ষিক সাধারন সভার তারিখ ও সভাস্থল কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করিবে। কোন বিশেষ উপলক্ষে / কারণে কার্যনির্বাহী কমিটি অতিরিক্ত সাধারন সভা আহবান করিতে পারিবে অথবা একটি তলবী সভা আহবান করা যাইতে পারে যদি সমিতির ন্যূনতম ত্রিশ জন সদস্য উক্ত সভার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন। তলবী সভা আহবানের নোটিশ প্রাপ্তির তিরিশ দিনের মধ্যে উক্ত তলবীসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ১০। সদস্য ফী

সমতির উপধারা (Bylaws) দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের ফী নির্ধারিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ১১। অর্থ ও হিসাব

উপ-অনুচ্ছেদ (১) অর্থ

কার্যনির্বাহী কমিটি বিভিন্ন সংগঠন, সরকারী প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং যথার্থ উৎস যেমন ব্যক্তি,

গোষ্ঠী, জনহিতৈষী সমিতি, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাহায্যকারী সংস্থা বা সমমানের প্রতিষ্ঠান হইতে

আর্থিক সহায়তা এবং সদস্যদের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করিতে পারিবে।

উপ-অনুচ্ছেদ (২) হিসাব

(ক) কোষাধ্যক্ষ সমিতির যাবতীয় আর্থিক লেন-দেনের যথাযথ হিসাব বহি এবং রিপোর্ট রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(খ) চাঁদাসহ সমিতি কর্তৃক সংগৃহীত সকল অর্থ নিয়মিতভাবে একটি স্বীকৃত ব্যাংকের নির্দিষ্ট ব্যাংক-হিসাবে জমা দিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাংক-হিসাবটি কোষাধ্যক্ষ ও সাধারন সম্পাদক যৌথভাবে পরিচালনা করিবেন। কোষাধ্যক্ষের অবর্তমানে সভাপতি চেক সই করিতে পারিবেন।

(গ) হিসাব নিরীক্ষণ- প্রতি অর্থবছরে একবার সমিতির হিসাব নিরীক্ষিত হইবে এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাব-নিরীক্ষক বা

একটি কমিটি সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালেন্সশীট পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া উহার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবেন।

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ কার্যনির্বাহী কমিটির পূর্বানুমোদনক্রমে সমিতির আর্থিক প্রতিবেদন সাধারন সভায় উপস্থাপন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১২। উপধারা

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত যথার্থ প্রয়োজন বিবেচনায় উপধারা তৈরি করিতে পারিবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি বা সমিতির কোন সদস্য লিখিতভাবে উপধারার সংশোধনী প্রস্তাব সাধারন সম্পাদক বরাবর পেশ করিতে পারিবেন। উক্ত প্রস্তাবটি কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমান বা পরবর্তী সভায় পর্যালোচনা করা হইবে। যদি কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিস্ট সদস্য প্রস্তাবটি বা উহার আংশিক পরিবর্তন অনুমোদনের পক্ষে ভোট প্রদান করেন, সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি সাধারন সভায় উপস্থাপিত হইবে। সাধারন সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিস্ট সদস্যের অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে উহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(গ) বিকল্পভাবে, প্রস্তাবটি অবিলম্বে কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদিত ডাক-ভোটের জন্য সমিতির সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং ডাক-ভোট গ্রহণের কার্যক্রম ছয় মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। গৃহীত ভোটের সংখ্যাগরিস্ট সদস্যগণের প্রস্তাবটির পক্ষে মতামতের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি অবিলম্বে কার্যকর করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১৩। সংশোধনী

(ক) সমিতির সাধারন সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তিন-চতুর্থাংশ ভোটে সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাইতে পারে। কার্যনির্বাহী কমিটি বা সমিতির কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুষ্ঠিতব্য সাধারন সভার কমপক্ষে ছয় মাস পূর্বে উহা গ্রহণের জন্য সাধারন সম্পাদকের নিকট পেশ করিতে পারিবেন। উক্ত প্রস্তাবটি অবিলম্বে সমিতির সকল সদস্য ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

(খ) গঠনতন্ত্র সংশোধন ছাড়াও অন্যান্য সংশোধনীর জন্য সমিতির সদস্যগণ সাধারন সম্পাদকের নিকট প্রস্তাব পাঠাইতে পারিবেন। সাধারন সম্পাদক প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু কার্যনির্বাহী কমিটির পেশ করিবেন।
কার্যনির্বাহী কমিটি প্রস্তাবটি সমিতির সকল সদস্যগণের নিকট হইতে লিখিত মতামত গহণের নিমিত্ত প্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করিবে। সাধারন সম্পাদক সমিতির সদস্যগণের নিকট হইতে লিখিত মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া সাধারন সভা অনুষ্ঠানের এক ম্যাস পূর্বেই সম্পন্ন করিবেন এবং বিষয়টি সাধারন সভায় পেশ করিবেন।